বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৮

মঞ্চে উপস্থিত পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং আজকের প্রধান অতিথি শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত, দর্শকাসনে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সহকর্মী ও ছাত্রীরা - যোগমায়া দেবী কলেজের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ২য় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাই।

এতদিন এই অনুষ্ঠানটি এক বছর পিছিয়ে করা হতো, তাই এবছর দুবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এটিকে নিয়মানুবর্তী করা হলো।

বিগত পুরস্কার বিতরণী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেটি গত জুলাই, ২০১৭ তে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে ২০১৬ সালের প্রাপকদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছিল। আজ ২০১৭ সালের স্থানাধিকারীরা পুরস্কার পাবেন।

আপনাদের অনেকের স্মরণে আছে যে, গত অনুষ্ঠানে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার সময় আমি কলেজের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতির কথা জানিয়েছিলাম।

যেকোনো পরিকাঠামো উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। আমি আশা করব, ভারচুয়াল ক্লাসরুম, স্মার্ট ক্লাসরুমে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর ল্যাবোরেটরি, রিসার্চ রুম, সেমিনার লাইব্রেরি পঠনপাঠনের কাজে প্রকৃতঅর্থে আরো বেশি করে ব্যবহৃত হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ছাত্রীদের জন্য তাদেরই সুবিধার্থে বিনামূল্যে কমিউনিকেটিভ ইঙলিশ র ক্লাস চালু থাকা সত্বেও ছাত্রীদের অনুপস্থিতির কারনে সেই ক্লাস হয় না, অথচ প্রতিদিন আমার কাছে যেসব ইঙরিজী তে লেখা আবেদনপত্র জমা পড়ে, তার অধিকাংশই অবোধ্য।

ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলব যে, কলেজে শুধু নাম লিখিয়ে রাখলাম এই কারণে যে কোন একটি কলেজে নাম না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়া যায়না- এটা যদি তোমার কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্য হয় তাহলে যোগমায়া দেবী কলেজ তোমার জায়গা নয়। তোমাকে ক্লাস করতে হবে, ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে, তবেই তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসতে পারবে। এই কথাটা ভর্তির প্রথম দিন থেকে বলা হয়েছে, ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে জানানো হয়েছে

এবং বছরের শেষে মানাও হবে।

এবার বার্ষিক পরীক্ষার ফল- ২০১৭ সালে ১১০ জন ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে - কলেজের মোট পাশের হার গড়ে ৮৫%।

কলেজের ট্রাডিশন, ইন্টার কলেজ কালচারাল কম্পিটিশন, 'ইলান', যা মাঝে কোনো কারণবশতঃ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কলেজের এবং বাইরের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেছে। সেই বিজয়ীরাও আজ পুরস্কার গ্রহন করবে।

পড়াশোনা, খেলাধুলার পাশাপাশি আমাদের ছাত্রীরা তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের ও পরিচয় দিয়েছে। গত ৯ ও ১০ তারিখ যে দুদিনব্যাপী 'আনন্দমেলা'-র আয়োজন করা হয়েছিলো কলেজ প্রাঙ্গণে, তাতে প্রায় ৩০ জন ছাত্রী আপন সৃষ্টিধর্মী কাজ নিয়ে অংশগ্রহন করেছে।

ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিশের সহযোগীতায় 'সুকন্যা' প্রোজেক্ট চালু হয়েছে, যেখানে ৪০ জন ছাত্রী বর্তমানে অংশগ্রহন করছে।

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহে একটি নলেজ-বেসড্ ই-বুক 'এনভায়রনমেন্ট - এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ' প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গবেষণামূলক লেখা সম্পাদিত এই ই-বুকটি চলতি শিক্ষাবর্ষেই কলেজের ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত হবে।

যোগমায়া দেবী কলেজকে ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত করার এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে, এই আশা রেখে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১১-১-২০১৮

অহীন্দ্র মঞ্চ

নমস্কারান্তে

ড. শ্রাবণী সরকার

অধ্যক্ষা